কোন্দলের কারণে ১৬ বছরেও চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের কমিটি হয়নি

নিরূপম দাশগুপ্ত, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রামের শীর্ষ আওয়ামী লীগ নেতাদের দলাদলি ও মতানৈক্যের কারণে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের কোন পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না। উপদলীয় কোন্দলের কারণে ছাত্রলীগের রাজনীতি চট্টগ্রামে ক্রমে সবার আস্থা হারাচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজে ছাত্রলীগ সাধারণ ছাত্রছাত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মহানগর ছাত্রলীগের কমিটি গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে দলীয় হাইকমান্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সাবেক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে দু'দফা চট্টগ্রাম সফর করলেও এখনও পর্যন্ত কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। কমিটি গঠন নিয়ে নগরীর ওয়ার্ড, থানা ও কলেজ ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তিনি একাধিক বৈঠকও করেছেন। তারপরও কোন ফল পাওয়া যায়নি। অভিযোগ রয়েছে, দলাদলিতে অভ্যস্ত নগর আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারাই মহানগর ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের প্রধান অন্তরায়। তাদের পছন্দ এবং অপছন্দের বিষয়টি কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এই শীর্ষ নেতারা নিজ নিজ গ্রুপের ছেলেদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ কিংবা পরিবেশ না পেলেই নানা অজুহাতে বেঁকে বসেন। ফলে, মহানগর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক অচলায়তন ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে।

১৯৮৬ সালে নগর ছাত্রলীগের সর্বশেষ কমিটি হওয়ার পর থেকে সংগঠনে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে গ্রুপিং শুরু হয়। ওই কমিটির সভাপতি ছিলেন মফিজুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম। ছাত্রনেতা মফিজ নগর আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর পক্ষ নিলে রহিম বিদেশ পাড়ি জমায়। মফিজের হাতে মহানগর ছাত্রলীগ টানা ১০ বছর পরিচালিত হওয়ার পর তিনি রণে ভঙ্গ দেন। এরপর বিভিন্ন কলেজকেন্দ্রিক ছাত্রলীগ নেতারা শীর্ষ আওয়ামী লীগ নেতাদের আশীর্বাদ নিয়ে স্বঘোষিত মহানগর ছাত্রলীগ নেতা বনে যায়। এ ধরনের পরস্পরবিরোধী অন্তত তিনটি মহানগর কমিটির অস্তিত্ব ছিল চট্টগ্রামে। এর একটি হচ্ছে মহিউদ্দিন সমর্থিত মামুন-মশিউর গ্রুপ। অন্য দুটি যথাক্রমে আখতারুজ্জামান বাবু সমর্থিত মাছ কাদের গ্রুপ ও আ. জ. ম নাসির সমর্থিত গ্রুপ। নব্বইয়ের দশক জুড়ে পরস্পরবিরোধী এই গ্রুপগুলো নিজেদের মধ্যে হানাহানি ও মামলা-পাল্টা মামলায় জড়িত থেকেছে। দলের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ ও আধিপত্য বিস্তারেই তারা সর্বাধিক সক্রিয় ছিল।

সূত্রমতে, ২০০০ সালে নগর ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। তখন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের ৫ নেতা চট্টগ্রাম সফর করেন। তারা বহুধাবিভক্ত ছাত্রলীগকে একীভূত করে নগরীর একটি স্কুলে বসে কমিটি করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু নগর আওয়ামী লীগের কতিপয় শীর্ষনেতা সংঘর্ষের আশংকার অজুহাত তুলে কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় পুনর্বার ইতি টানেন।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে ২০০০ সালের ১২ই জুলাই বহদ্দারহাট মোড়ে ৭ ছাত্রলীগ নেতাসহ এইট মার্ডারের ঘটনায় ছাত্রলীগকে একীভূত করার পথ সুগম হয়। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের বিরোধ মিটিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এরই ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন চট্টগ্রামে এসে বিবদমান গ্রুপগুলোকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিন গ্রুপ থেকে (প্রতি গ্রুপের ৪ জন করে) ১২ জন নেতাকে নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করেন। তারপরও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। পূর্ণাঙ্গ কমিটিও গঠন করা আর সম্ভব হয়নি। নির্বাচনের পর স্টিয়ারিং কমিটির বেশ ক'জন নেতার কারাবরণের ফলে ছাত্রলীগে নেতৃত্বশূন্যতা ও দিকনির্দেশনার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে সূত্রের অভিমত। এখন পর্যন্ত সবক'টি ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ-পাঠাগার সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগর স্টিয়ারিং কমিটির অন্যতম সদস্য ছাত্রনেতা মহিম উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ১০ই জুলাই কমিটি গঠনের নির্দেশ ছিল; কিন্তু সম্ভব হয়নি। দলকে চাঙ্গা ও সংগঠিত করতে ছাত্রলীগের কমিটি গঠন খুবই জরুরি বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, দলের জন্য এখন দুঃসময়। এখন গ্রুপিং থাকা কোনভাবেই উচিত নয়। এইট মার্ডারের ঘটনার পর কমিটি গঠনের ব্যাপারে যে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই দলাদলিসহ সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে সংগঠনের স্বার্থে মহানগর ছাত্রলীগের দ্রুত কমিটি গঠন করা প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, শিগগিরই চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে।